আজকের কাগজ

14 DEC 1991

52

অবাধ নকল বন্ধ হওয়াতে

টাঙ্গাইলের বিভিন্ন কলেজে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে

কে এস রহমান শফিঃ ফ্রি স্টাইলে নকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় টাঙ্গাইল জেলার ২২টি বেসরকারি কলেজের মধ্যে ২০টি কলেজে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। প্রায় এক থেকে দেড় বছরের বেতন বাকি পড়েছে শিক্ষক ও কর্মচারীদের। ভূয়াপুর ইব্রাহিম খাঁ মহাবিদ্যালয় ও গোপালপুর কলেজ ব্যতীত অন্য সবগুলো বেসরকারি কলেজের একই অবস্থা।

বিগত বছরগুলোতে অবাধ নকলের সুযোগ থাকায় এস,এস,সি পাস করে অধিকাংশ ছাত্র/ছাত্রীই মফস্বলের বেসরকারি কলেজগুলোতে ভর্তি হতো এবং সহজেই পাস করে বেরিয়ে আসতো। ফলে মফস্বলের বেসরকারি কলেজের প্রচুর আয় হতো। ইচ্ছেমতো ছাত্র/ছাত্রীদের কাছ থেকে ফরম ফিলআপের অর্থ আদায় করা হতো। কিন্তু গত ২/৩ বছর যাবত অবাধ নকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এস,এস,সি পরীক্ষায় পাসের হার কমে যাচ্ছে এবং যারা পাশ করছে তারা মফস্বলের কলেজে না গিয়ে শহরের সরকারি কলেজে ভর্তি হচ্ছে। এক তথ্যে জানা গেছে, এবারের এস,এস,সি পরীক্ষায় কালিহাতী উপজেলা থেকে ২৪৫ জন ছাত্র/ছাত্রী পাস করেছে। অথচ উপজেলায় কলেজ রয়েছে ৩টি। গড়ে ৮১ জন করে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হবে ঐ ৩টি কলেজে। এরমধ্যে অনেকেই আর্থিক সংকটের জন্যে ভর্তি হতে

ছাত্র বেতন এবং ছাত্রদের কাছ থেকে নেয়া অন্যান্য ফি মফস্বলের বেসরকারি কলেজগুলোর আয়ের একমাত্র উৎস। বিগত ১০/১৫ বছরে কলেজের বিভিন্ন ব্যয় বেড়েছে কিন্তু আয় বাড়েনি। আর্থিক সংকট নিরসনের জন্যে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা এসব কলেজ সরকারি করণের দাবি

জানিয়েছে। এ ব্যাপারে জরুরিভাবে ব্যবস্থা নেয়া না হলে কলেজগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি টাঙ্গাইল জেলা শাখার কর্তারাও অবিলম্বে বেসরকারি কলেজগুলো সরকারি করণের দাবি জানিয়েছেন।